এই প্রবাসে : বদলে যাওয়া মানুষ

জামিল হাসান সুজন

'ওয়ার্লড অব ফ্রুট'- অর্থ করলে দাঁড়ায় ফলের বিশ্ব। ক্যাম্প্‌সীর বিমীশ স্ট্রীটে অবস্থিত এটি একটি শাক সব্জী ফল মূলের বড় দোকান। প্রতিদিন এই দোকানে কি পরিমাণ ভিড় এবং কেনা বেচা হয় তা কল্পনাও করা যায়না। বিশেষ করে আপনি যদি ছুটির দিনে আসেন ঠেলাঠেলি আর ধাক্কাধাক্কি আপনাকে ঢাকার যে কোন কাঁচাবাজারের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। চেক আউট অপারেটরে বা ক্যাশে কয়েক জন চাইনীজ ও বাঙ্গালী ললনাকে দেখতে পাবেন। তারা খুব দক্ষতার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করে। কোন বাঙ্গালী রমণীর সামনে টাকা দেওয়ার জন্য দাঁড়ালে ওরা যদি বুঝতে পারে আপনি বাঙ্গালী তাহলে বিপুল বিক্রমে ইংরেজী বলা শুরু করে দেবে। এ প্রসঙ্গে আমার এক বয়ঃকনিষ্ঠ বন্ধুর কথা মনে হল। খুব হাসিখুশি আর প্রাণবন্ত একটি ছেলে। একদিন এরকম একটি দোকানে সে এক বাঙ্গালী মেয়ের মুখোমুখি হল। মেয়েটি দু চারটি ইংরেজী বলতেই বন্ধুটি জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি বাঙ্গালী না?' মেয়েটি একটু থতমত খেয়ে বললো,'হ্যাঁ'।

'তাহলে আমার সাথে ইংরাজী বলছেন কেন? আমাকে দেখে বুঝছেন না আমি বাঙ্গালী?'

'না আসলে হয়েছে কি আমাদের এখানে ইংরেজী ছাড়া অন্য ভাষা বলার নিয়ম নেই আর তা ছাড়া অনেকদিন হল আছি তো বাংলাটা মুখে আসতে চায় না।'

'কত দিন ধরে আছেন?'

'তা প্রায় দুই বছর ধরে -'

'দুই বছরে বাংলা ভুলে গেছেন- ফাজলামো পেয়েছেন- -'

যাই হোক নানারকম কথা বলে আমার ঐ বন্ধুটি সেদিন ঐ মেয়েটিকে কাঁদিয়ে ছেড়েছিল প্রায়। একদিন সে আমাকে এই গল্পটি শুনাচ্ছিল আর দুঃখ করে বলছিল, 'আমরা বাঙ্গালী জাতিরাই শুধু এরকম, অথচ দেখেন চাইনীজ, লেবানীজ, এমনকি ইন্ডিয়ানরা পর্যন্ত নিজেদের ভাষার কারও সাথে দেখা হলে কি খুশি হয়ে নিজেদের ভাষায় গল্প করে। এখানে তো চাইনীজরা একশ বছর ধরে আছে অথচ দেখেন নিজেদের ভাষার ব্যাপারে তাদের মধ্যে কি ঐক্য! এখানে জন্ম গ্রহণ করা বহু চাইনীজ বুড়ো হয়ে গেলেও তাদের নিজেদের ভাষা ভুলেনা। আর আমরা বাঙ্গালীরা এখানে পা দেওয়া মাত্র নাকি বাঙ্গলাটা তাদের মুখে সহজে আসেনা। আফসোস! দেখেন এখানে বাঙ্গালীরা তাদের ছেলেমেয়েদের কিভাবে মানুষ করে। ধর্ম, ভাষা, কৃষ্টি সব ভুলে যায় - -। আমি তো আমার মেয়েকে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবো।

সেদিন আমার বন্ধুটি এরকম অনেক কথাই বলছিল। তার কথা সত্য। বাসায় বাচ্চারা বাংলা ইংরেজী মিলিয়ে অদ্ভুত একটা ভাষায় কথা বলে। কয়েকটি উদাহরণ দিই : ও আমাকে পুশ করলো- - আমি তখন জাম্প করলাম- - আমি ঐটা লস্ট করেছি- - ফাইন্ড করতে হবে, ওয়ালে ওটা কিসের পিকচার ইত্যাদি ইত্যাদি।

অসুস্থ হয়ে একবার এখানকার স্থানীয় এক হাসপাতালে ভর্তি হয়ে থাকতে হয়েছিল দুদিন। ভিজিট করতে এসেছেন এখানকার বড় সার্জন। তাঁর চেহারা ও ইংরেজীর উচ্চারণ ভঙ্গী শুনেই নিশ্চিত হলাম ইনি বাংলাদেশী। খুব গর্ব হল এত বড় একটি পদে একজন বাঙ্গালীকে দেখে। আমার শয্যাপাশে এক সময় এলেন। সঙ্গে কয়েকজন সাঙ্গ পাঙ্গ সম্ভবত জুনিয়র ডাক্তার। সার্জন আমার সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলে গেলেন। এই অবাঙ্গালী পরিবেশে বিষয়টি স্বাভাবিক বলেই মনে হল। বেশ কিছু টেস্ট শেষ করার পর তাঁর ব্যক্তিগত চেম্বারে আমাকে দেখা করতে বললেন। পরের সপ্তাহে অ্যাপয়েন্টমেন্ট

নিয়ে গেলাম তাঁর চেম্বারে। সেখানেও অনর্গল ইংরেজী বলে গেলেন তিনি। ঠিক যখন চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াব সেই সময়ে তিনি পরিস্কার বাংলায় বললেন,'আপনার দেশের বাড়ি কোথায়?' তারপর অনেক ব্যক্তিগত কথা জিজ্ঞেস করলেন। পরবর্তীতে আরও দু বার তাঁর সাথে দেখা হয়। বাংলাতেই কথা বলেছেন। শেষবার তাঁর চেম্বারে তিনি আমাকে বললেন,'আসলে আপনার টেষ্ট রিপোর্টে কোথাও কোন সমস্যা নেই, সমস্যাটা সম্ভবত মানসিক। আমি জানি এখানকার এই বৈরী পরিবেশে আপনার ভাল লাগার কথা না তবু আনন্দে থাকার চেষ্টা করুন। নিজের কথা ভেবে, আপনার পরিবারের কথা ভেবে ভাল থাকার চেষ্টা করুন।' তাঁর কণ্ঠে সহানুভূতির সুর। তারপর তিনি আরও বললেন,' আমার নিজের কথা যদি বলি আজ এই অবস্থানে আসতে আমাকে দশটি বছর লড়াই করতে হয়েছে। দেশেও বড় পদেই ছিলাম। এখানে ভাল আছি না মন্দ আছি এই সব নিয়ে গভীরভাবে ভাবিনা।'

আমার সেই বন্ধুটির কথায় আবার ফিরে আসি। অস্ট্রেলিয়ায় আসার পর থেকেই ওর মনটা খুব খারাপ থাকতো। দেখা হলেই বলতো, 'জামিল ভাই, আমার এখানে ভাল লাগেনা, আমি থাকবোনা- - চলে যাব, অসম্ভব, এই দেশে আমি থাকবোনা। এখানে আমার কোন কিছুই ভাল লাগেনা। আসার আগে ধারণা ছিল সিড্‌নী শহরটায় সাদা সাদা সুউচ্চ ভবন, ঝকঝকে রাস্তা ঘাট। এয়ারপোর্টে নেমেই মন খারাপ হয়ে গেল। পুরনো আমলের সব লাল লাল বিল্‌ডিং, কাঠ খোট্টা রাস্তা ঘাট। ৪টা/ ৫টার মধ্যে দোকান পাট সব বন্ধ হয়ে যায়। মানুষজন সন্ধ্যার মধ্যে মুরগীর মত খুপড়িতে ঢুকে যায়, বিকেলেই রাতের খাওয়া শেষ। আরে আমরা তো ঢাকায় ৮টার সময় বিকেলের চা নাস্তা খেতাম, রাত ১২টায় রাত্রের খাবার, রাত তিনটার আগে ঘুমানোর প্রশ্নই উঠেনা। আর সবচেয়ে খারাপ লাগে এখানে ডিশের লাইন নাই। আমাদের বাংলাদেশে ৬০/৭০টা চ্যানেল। ভাল লাগেনা ভাই। আমি চলে যাব, খুব শিঘ্রি এ দেশ ত্যাগ করব।'

আমি আশঙ্কায় থাকতাম এই বুঝি চলেই গেল। এভাবে এক বছর চলে গেল। ওর সাথে অনেক দিন দেখা নেই। প্রায় তিন চার মাসের ব্যবধানে দেখা। পরনে ওর পোশাক দেখে হকচকিয়ে গেলাম। ঢোলা হাফ প্যান্ট, হাত কাটা গেঞ্জি, মুখে সেই আগের হাসি। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকায় সে বলল,'কেমন লাগছে ভাই?'
আমি বললাম, 'খুবই মানিয়েছে। তা তুমি কেমন আছ?'
'ভাল ভাই, অনেক ভাল।'
'মনে হচ্ছে এ দেশকে পছন্দ করতে শুরু করেছ?'
'হ্যাঁ, আই লাভ অস্ট্রেলিয়া।' বলে উচ্চ স্বরে হেসে উঠলো সে।
'বল কি?'
'হ্যাঁ ভাই, সত্যি বলছি। আসলে দেখেন এদেশের লোকেরা কত স্মার্ট, আমরা বাঙ্গালীরা তার ধারে কাছেও না।'

এরপর মাঝে মাঝেই তার সাথে দেখা হত। সম্প্রতি একটি গাড়ি কিনেছে। বৌ বাচ্চা নিয়ে মনের সুখে ঘুরে বেড়ায়। ঢাকায় কোন এক মহল্লার গলি ঘুপচির ভাড়া বাসায় থাকা, টানাপোড়েনের জীবন থেকে মুক্তি পেয়েছে সে। ডিজিটাল ক্যামেরায় বিভিন্ন ভঙ্গিমায় ছবি তুলে, সেগুলো দেশে আত্মীয় স্বজনের কাছে পাঠায় আর তাদের মনঃকষ্ট বাড়িয়ে দেয়। ওরা ভাবে আহারে কতইনা সুখের জীবন ওদের আর আমরা ফাটা কপাল নিয়ে রয়ে গেলাম এই পচা বাংলাদেশে।

ধীরে ধীরে আরও বদলে যেতে শুরু করল আমার সেই বন্ধুটি। সেদিন দেখলাম চুলে সোনালী রং করেছে। সম্প্রতি কানেও দুল পরে। বাংলাদেশী কোন অনুষ্ঠানে বা মেলায় তার যেতে ভাল লাগেনা। বাংলাদেশের লোকেরা তার কাছে আন কালচার্ড, আন স্মার্ট। বেশ কিছু চাইনীজ, থাই ও আইল্যান্ডার বন্ধু জুটেছে তার। বাঙ্গালীদের সাথে যোগাযোগ না রাখলেও কোন এক অজানা কারণে আমাকে সে খুব পছন্দ করে। নিয়মিত ফোন করে, দেখা করে।

একদিন ওকে জিজ্ঞেস করলাম,'তুমি দেশে ফিরে যাচ্ছ কবে?' সে ম্লান হেসে বলে,'কি যে বলেন ভাই- দেশে ফিরে কি আর অ্যাড্জাস্ট করতে পারব? দেশের যা অবস্থা!' আমি জিজ্ঞেস করি, 'তোমার মেয়ের খবর কি? তাকে কি আরবী শেখাচ্ছ?' সে মৃদু হাসে, একটু ইতস্ততঃ করে, প্রসঙ্গ পালটানোর জন্য উশ খুশ করতে থাকে।

জামিল হাসান সুজন, সিডনী, ১৮/০৫/২০০৭